তারিখ 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সংবাদ

অগ্নিঝুঁকি নিয়েই চলছে ঢাকার ৮৮ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো যাবে না

সম্প্রতি ফায়ার সার্ভিস পরিচালিত জরিপে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলার পর্যাপ্ত সক্ষমতা না থাকায় খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে রাজধানীর সরকারি ও বেসরকারি প্রায় ৮৮ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। অগ্নিঝুঁকি নিয়েই চলছে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টারমাইন্ডের মতো প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের মতে, এসব সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে যে কোনো সময় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৩০ দিনের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

গুলশানের ডিএনসিসি মার্কেটে আগুন লাগার পর ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে ঢাকাকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে সব ধরনের স্থাপনা পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনে যায় ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিট। এর মধ্যে নয়টি ইউনিট পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য জমা দিয়েছে। ঢাকার চার অঞ্চলে ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট মোট ৯৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে। এর মধ্যে ৮২৮টি প্রতিষ্ঠান ভূমিকম্প ও অগ্নিঝুঁকিতে রয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ফায়ার সার্ভিস। এর মধ্যে অঞ্চলভেদে ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি রয়েছে তেজগাঁও এলাকায়। অঞ্চলটির সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পড়েছে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায়। ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (পরিচালন) মেজর একেএম শাকিল নেওয়াজ গণমাধ্যমকে বলেন, মাটির নিচের জলাধারের ধারণক্ষমতা, অবস্থানকারী জনসংখ্যা, প্রবেশদ্বারের প্রশস্ততা, স্মোক হিট ডিটেক্টর, মেঝের আয়তন, জরুরি নির্গমন সিঁড়ি, লিফট ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকিপূর্ণ ও খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্দশার এ চিত্র অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশে আজকাল প্রায়ই অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় জানমালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রতিনিয়ত এসব দেখার পরও যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব বা গাফিলতি হয় তখন এর চেয়ে চরম হতাশার আর কী হতে পারে! বিশেষ করে নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন অগ্নিঝুঁকির বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যায়, তখন সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, শিক্ষার্থীর জীবনের মূল্য তাদের কাছে কত? নামিদামি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষাকে এখন মূলত একটি লাভজনক পণ্য হিসেবেই মনে করেন। সম্ভবত এ কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুরম্য ও সুউচ্চ ভবন বানিয়েও অগ্নিঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতার প্রসঙ্গটিকে তারা পাস কাটিয়ে যেতে চায়। অথচ কোন দুর্ঘটনা ঘটলে যে অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবন বিপন্ন হবে এটা তারা জেনে-বুঝেও সঠিক কাজটি করছেন না। এটা ভয়ানক অন্যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিঝুঁকির প্রসঙ্গটিকে কোনভাবেই হালকা করে দেখার অবকাশ নেই। অগ্নিঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা নিয়ে সাম্প্রতিক এ জরিপের ফলে এটা স্পষ্ট হলো যে, এতদিন এ নিয়ে কিছুই ভাবা হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময়ও এ বিষয়টি সরকারি কর্তৃপক্ষের কারও নজরে আসেনি বা নজর এড়িয়ে গেছে। এত বড় ঝুঁকির বিষয়টি এতদিন কেন ভাবা হয়নি সেটা একটি প্রশ্ন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমরা অবশ্যই এর উত্তর জানতে চাই। জরিপে প্রকাশিত নেতিবাচক খবরের পর আমরা আশা করব, অন্তত এখন থেকে অগ্নিঝুঁকি মোকাবিলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথাযথ সতর্কতার কাজটি হবে। প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটি মনিটরিং টিম গঠন করা যেতে পারে। এ টিমে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারাও যুক্ত হতে পারেন। আমরা মনে করি শুধু অগ্নিঝুঁকিই নয়, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সবরকম ঝুঁকি নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো যাবে না। এ ব্যাপারে আরও কঠোর হতে হবে [illegible]